যোয়েল

১ প্রভুর বাণী, যা পেথুয়েলের সন্তান যোয়েলের কাছে এসে উপস্থিত হল।

বিনষ্ট দেশের উপরে বিলাপ

২ হে প্রবীণ সকল, একথা শোন ;
হে দেশবাসী সকলে, কান দাও।
তোমাদের দিনগুলিতে
কিংবা তোমাদের পিতৃপুরুষদের সময়ে কি তেমন কিছু ঘটেছে?
৩ তোমরা তোমাদের সন্তানদের কাছে এর বর্ণনা দাও,
এবং তারা তাদের নিজ নিজ সন্তানদের কাছে,
আবার সেই সন্তানেরা আগামী প্রজন্মের কাছে এর বর্ণনা দিক।
৪ শুঁয়াপোকা যা রেখে গেছে, পঙ্গপালে তা খেয়ে ফেলেছে ;
পঙ্গপালে যা রেখে গেছে, তা পতঙ্গে খেয়ে ফেলেছে,
পতঙ্গে যা রেখে গেছে, তা ঘুরঘুরে খেয়ে ফেলেছে।

৫ হে মাতাল সকল, জেগে ওঠ, চোখের জল ফেল ;
হে আঙুররস পান কর যারা, তোমরা সকলে চিৎকার কর
সেই নতুন আঙুররসের জন্য,
যা তোমাদের মুখ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।
৬ কেননা আমার দেশ জুড়ে
এমন এক জাতি ছড়িয়ে পড়েছে, যা বলবান ও অগণন,
যার দাঁত সিংহের দাঁতের মত,
যার চোয়াল সিংহীর চোয়ালের মত।
৭ সে আমার যত আঙুরলতা উৎসন্ন করেছে,
আমার যত ডুমুরগাছ ত্বকশূন্য করেছে,
সেগুলোর ছাল খুলে ফেলেছে, সবই ভেঙে ফেলেছে,
আর সেগুলোর শাখা সব সাদা হয়ে পড়েছে।
৮ তুমি এমন কুমারীর মত বিলাপ কর,
যে যৌবনকালের বরের শোকে চটের কাপড় পরা।
৯ প্রভুর গৃহ থেকে শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্য
সবই কেড়ে নেওয়া হয়েছে,
প্রভুর সেবাকর্মে নিযুক্ত যারা,
সেই যাজকেরা শোকপালন করছে।
১০ মাঠ বিধ্বস্ত,
ভূমি শোকার্ত,

কেননা শস্য বিধ্বস্ত,
নতুন আঙুররস বিফল,
তেল সমাপ্ত।
১১ হে কৃষকেরা, দুশ্চিন্তায় পড়,
হে আঙুরখেতের পালকেরা,
গম ও যবের জন্য চিৎকার কর,
মাঠের ফসল যে নষ্ট হয়েছে!
১২ আঙুরলতা এবার শুষ্ক,
ডুমুরগাছ ম্লান;
ডালিম, খেজুর, আপেল,
ও মাঠের সমস্ত গাছ শুষ্ক হয়েছে;
আদমসন্তানদের মধ্যে পুলক শুকিয়ে গেছে!

উপবাস ও প্রার্থনার জন্য আহ্বান

১৩ যাজকেরা, চটের কাপড় কোমরে জড়িয়ে বিলাপ কর;
যজ্ঞবেদির সেবক যারা, তোমরাও চিৎকার কর;
এসো, আমার পরমেশ্বরের সেবক যারা,
চটের কাপড়ে সারারাত জেগে কাটাও,
কারণ তোমাদের পরমেশ্বরের গৃহ
শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্য থেকে বঞ্চিত।
১৪ উপবাস পালনে নিজেদের পবিত্র কর,
জনসভা আহ্বান কর,
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহে
প্রবীণদের ও দেশনিবাসী সকলকে সমবেত কর,
প্রভুর কাছে হাহাকার করে বল:

১৫ হায় হায়, সেই দিন!
প্রভুর সেই দিন কাছেই এসে গেছে,
দিনটি যে বিনাশকের কাছ থেকে সর্বনাশের মতই আসছে!
১৬ আমাদের চোখের সামনে থেকে কি খাদ্য মিলিয়ে যায়নি?
আমাদের পরমেশ্বরের গৃহ থেকে কি আনন্দ ও উল্লাস উচ্ছিন্ন হয়নি?
১৭ যত বীজ ঢেলার নিচে পচে গেছে,
গোলাঘর সবই শূন্য,
শস্যাগার বিধ্বস্ত,
কারণ ফসল ম্লান হয়ে পড়েছে।
১৮ গবাদি পশু কেমন ডাকছে!

বলদপাল সবই দিশেহারা হয়ে বেড়াচ্ছে,
কারণ তাদের জন্য আর চারণমাঠ নেই ;
মেষপালও একই দণ্ড বহন করছে।

১৯ প্রভু, তোমার কাছেই আমি চিৎকার করি,
কারণ আগুন প্রান্তরের চারণভূমি গ্রাস করেছে,
তার শিখা মাঠের যত গাছপালা পুড়িয়ে ফেলেছে।
২০ বন্যজন্তুরাও হাঁপাতে হাঁপাতে তোমার দিকে চেয়ে আছে,
কারণ জলস্রোত সবই শুষ্ক হয়েছে,
এবং আগুন প্রান্তরের চারণভূমি গ্রাস করেছে।

প্রভুর দিন আসন্ন

২ সিয়োনে তুরি বাজাও,
আমার পবিত্র পর্বতে সিংহনাদ তোল!
দেশনিবাসী সকলে কম্পিত হোক,
কারণ প্রভুর দিন আসছে,
হ্যাঁ, সেই দিন কাছেই এসে গেছে:
২ তমসা ও কালিমার দিন,
মেঘ ও অন্ধকারের দিন।
পাহাড়পর্বতের উপরে বলবান এক মহাজাতি
উষার মত ছড়িয়ে পড়ছে ;
তার মত জাতি অনাদিকাল থেকে কখনও হয়নি,
তার পরে পুরুষানুক্রমের ভাবী বছরগুলিতেও হবে না।
৩ সেই জাতির আগে আগে আগুন সবই গ্রাস করে,
তার পিছু পিছু অগ্নিশিখা জ্বলতে থাকে ;
তার আগে দেশটি যেন এদেন বাগান,
তার পিছনে উৎসন্ন মরুপ্রান্তর,
কিছুই রেহাই পায় না।
৪ তারা দেখতে ঘোড়ার মত,
দ্রুতগামী অশ্বের মত তারা ছুটে চলে,
৫ বহু রথের আওয়াজের মত শব্দ ক'রে
তারা পর্বতচূড়ার উপরে লাফ দিতে দিতে ছোটে,
খড়কুটো পুড়িয়ে ফেলে এমন অগ্নিশিখার মতই তাদের শব্দ,
তারা যুদ্ধের জন্য শ্রেণিবদ্ধ বলবান জাতির মত।
৬ তাদের দেখে জাতিসকল সন্ত্রাসিত,
সকলের মুখ ফেকাশে হয়ে পড়ে।

৭ বীরের মতই তারা দৌড়ে আসে,
এমন যোদ্ধাদের মত যারা নগরপ্রাচীরে ওঠে ;
তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরে এগিয়ে চলে,
এপাশ ওপাশ কেউই করে না।
৮ তারা একে অন্যের উপরে চাপাচাপি করে না,
প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে সোজা এগিয়ে চলে ;
তীর-বর্ষণের মধ্যেও তাদের সারিবদ্ধতা ভাঙে না।
৯ তারা নগরের উপরে লাফিয়ে পড়ে,
প্রাচীরের উপরে হঠাৎ দৌড়ে আসে,
ঘর-বাড়ির উপরে ওঠে,
জানালা দিয়ে প্রবেশ করে চোরের মত।
১০ তাদের আগমনে পৃথিবী কম্পান্বিত,
আকাশমণ্ডল আলোড়িত,
সূর্য-চন্দ্র অন্ধকারময় হয়ে পড়ে
তারানক্ষত্রের বিভাও ম্লান হয়ে পড়ে।
১১ সৈন্যশ্রেণীর অগ্রভাগে প্রভু নিজ বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত করছেন,
তাঁর সেনাদল যে সত্যিই মহান,
তাঁর বাণীর সাধকও যে অধিক শক্তিশালী,
হ্যাঁ, প্রভুর দিন যে সত্যি মহান ও মহাভয়ঙ্কর :
তা সহ্য করবে এমন সাধ্য কার্?

মনপরিবর্তনের জন্য আহ্বান

১২ ‘তাই এখন—প্রভুর উক্তি—তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে,
এবং উপবাস, কান্না ও বিলাপ—তেমন সাধনা করেই
আমার কাছে ফিরে এসো।’
১৩ তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল,
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো,
তিনি যে দয়াবান, স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান ;
অমঙ্গল সাধন করে তিনি দুঃখ পান।
১৪ কে জানে, হয় তো তিনি এবারও দুঃখ পেয়ে
পিছনে রেখে যাবেন একটা আশীর্বাদ,
অর্থাৎ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে
একটা শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্য।
১৫ সিয়োনে তুরি বাজাও,
উপবাস পালনে নিজেদের পবিত্র কর,

মহাসভা আহ্বান কর।
১৬ গোটা জনগণকে সমবেত কর,
জনসমাবেশ আহ্বান কর,
বৃদ্ধদের একত্রে ডাক,
ছেলেমেয়ে ও দুধের শিশু সকলকেই জড় কর,
বর বাসর থেকে, কনেও মিলন-কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসুক।
১৭ বারান্দার ও বেদির মাঝখানে দাঁড়িয়ে
প্রভুর পরিচারক যাজকেরা কাঁদতে কাঁদতে বলুক,
‘হে প্রভু, তোমার জনগণকে রেহাই দাও।
তোমার উত্তরাধিকার বিজাতীয়দের টিটকারি ও উপহাসের পাত্র হবে,
তেমন লজ্জায় তাকে ফেলে দিয়ো না।’
জাতিসকলের মধ্যে কেনই বা বলা হবে :
‘কোথায় ওদের পরমেশ্বর?’

জনগণের প্রার্থনায় প্রভুর সাড়া
যত অমঙ্গল বন্ধ, পূর্ণ আশীর্বাদ

১৮ তখন প্রভু নিজের দেশের বিষয়ে উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায় জ্বলে উঠে
তাঁর আপন জনগণের প্রতি দয়ায় বিগলিত হলেন।
১৯ তাঁর আপন জনগণকে উত্তর দিয়ে প্রভু বললেন :
‘দেখ, আমি তোমাদের কাছে গম, আঙুররস ও তেল প্রেরণ করছি,
যতক্ষণ না তোমরা পরিতৃপ্ত হও ;
না, তোমাদের আমি বিজাতীয়দের টিটকারির পাত্র আর কখনও করব না।
২০ বরং আমি তোমাদের কাছ থেকে
সেই উত্তর দেশীয় শত্রুকে দূর করে দেব,
তাকে শুষ্ক ও উৎসন্ন দেশে তাড়িয়ে দেব :
তার অগ্রভাগ পুব সমুদ্রের দিকে
ও তার পশ্চাদ্ভাগ পশ্চিম সমুদ্রের দিকে ঠেলে দেব।
তখন তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে, তার পূতিগন্ধ উঠবে,
কারণ সে যথেষ্ট কুকর্ম সাধন করেছে।’
২১ হে দেশভূমি, ভয় করো না,
উল্লাস কর, আনন্দিত হও,
কারণ প্রভু মহা মহা কাজ সাধন করেছেন।
২২ হে বন্যজন্তু, ভয় করো না,
কারণ প্রান্তরের চারণভূমিতে ঘাস আবার গজে উঠল,
গাছপালা ফলবান হচ্ছে,

আঙুরলতা ও ডুমুরগাছ তেজ দেখাচ্ছে।
২৩ হে সিয়োন-সন্তানেরা, উল্লসিত হও,
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুতে আনন্দ কর,
কারণ তিনি ঠিক পরিমাণে তোমাদের বৃষ্টি দান করেন,
এবং আগের মত তোমাদের জন্য
প্রথম ও শেষ বর্ষার জল নামিয়ে আনেন।
২৪ খামার শস্যে পরিপূর্ণ হবে,
মাড়াইকুণ্ড আঙুররস ও তেলে উথলে উঠবে।
২৫ আর পঙ্গপাল, পতঙ্গে, ঘুরঘুরে ও শুঁয়াপোকা—এই যে বিরাট বাহিনীকে
আমি তোমাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম,
তারা যে যে বছরের ফসল গ্রাস করেছিল,
আমি তার ক্ষতিপূরণ করব।
২৬ তোমরা প্রচুর খাদ্য খাবে, তৃপ্তির সঙ্গেই খাবে,
এবং তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর নামের প্রশংসা করবে,
যিনি তোমাদের মাঝে আশ্চর্য কর্মকীর্তি সাধন করেছেন;
আমার আপন জনগণের জন্য আর লজ্জা নয়!
২৭ তখন তোমরা জানবে যে আমি ইস্রায়েলের মাঝে আছি:
আমিই, প্রভু তোমাদের সেই পরমেশ্বর, অন্য কেউ নয়।
আমার আপন জনগণের জন্য আর লজ্জা নয়!

আত্মা বর্ষণ

৩ এরপর আমি সমস্ত মর্তদেহের উপর আমার আত্মা বর্ষণ করব;
তোমাদের ছেলেমেয়ে সকলেই নবী হয়ে উঠবে,
তোমাদের প্রবীণেরা স্বপ্ন দেখবে,
তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে;
২ সেই দিনগুলিতে আমি দাস ও দাসীদের উপরেও
আমার আত্মা বর্ষণ করব;
৩ আকাশে ও পৃথিবীতে অলৌকিক লক্ষণ দেখাব:
রক্ত, আগুন ও ধোঁয়া-স্তম্ভ।
৪ প্রভুর দিনের আগমনের আগে,
সেই মহা ও ভয়ঙ্কর দিনের আগে
সূর্য অন্ধকারে, ও চাঁদ রক্তে পরিণত হবে।
৫ যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে নিষ্কৃতি পাবে;
কারণ প্রভুর বাণীমত
সিয়োন পর্বতে ও যেরুসালেমে এমন দল থাকবে যারা রেহাই পেয়েছে;

এবং যারা বেঁচেছে,
তাদেরও মধ্যে এমন দল থাকবে, প্রভু যাদের আহ্বান করবেন।

বিশ্ববিচার

৪ কেননা দেখ, সেই দিনগুলিতে ও সেই সময়ে,
যখন আমি যুদা ও যেরুসালেমের দশা ফেরাব,
২ তখন সকল দেশ সংগ্রহ ক'রে
'প্রভুই বিচারকর্তা' নামে উপত্যকায় তাদের নামিয়ে আনব;
সেখানে আমি আমার জনগণ ও আমার উত্তরাধিকার ইস্রায়েলের খাতিরে
তাদের বিচার সম্পাদন করব,
কারণ তারা জাতিসকলের মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করেছে,
এবং আমার দেশ ভাগ ভাগ করে নিয়েছে।
৩ তারা আমার আপন জনগণের জন্য গুলিবাঁট করেছে,
বেশ্যার বিনিময়ে বালক দিয়েছে,
পান করার জন্য আঙুররসের বিনিময়ে বালিকা বিক্রি করেছে।
৪ হে তুরস ও সিদোন,
এবং তোমরাও, হে ফিলিস্তিনিদের সমস্ত অঞ্চল,
আমার কাছে তোমরা বা কী?
তোমরা কি আমার উপর প্রতিশোধ নিতে পারবে?
তোমরা আমার উপর প্রতিশোধ নিলে
আমি দেরি না করে অকস্মাৎ সেই অপকর্মের ফল
তোমাদেরই মাথায় নামিয়ে আনব;
৫ কারণ তোমরা আমার রুপো ও আমার সোনা কেড়ে নিয়েছ,
আমার বহুমূল্য ধন তোমাদের মন্দিরগুলিতে তুলে নিয়ে গেছ;
৬ তোমরা যুদা-সন্তানদের ও যেরুসালেম-সন্তানদের
তাদের দেশের সীমানা থেকে দূর করে দেওয়ার জন্য
গ্রীসদেশের সন্তানদের কাছে বিক্রি করেছ।
৭ তোমরা তাদের যেখানে বিক্রি করেছ,
দেখ, আমি সেখান থেকে তাদের জাগিয়ে তুলব;
তোমাদের অপকর্মের ফল তোমাদেরই মাথায় নামিয়ে আনব,
৮ কারণ আমি তোমাদের ছেলেমেয়েদের
যুদা-সন্তানদের দ্বারা বিক্রি করব,
আর তারা শেবায়ীয়দের কাছে, দূরের এক জাতিরই কাছে
তাদের বিক্রি করবে।
স্বয়ং প্রভু একথা বলেছেন!

জাতিগুলোর কাছে আহ্বান

৯ তোমরা জাতি-বিজাতির মাঝে একথা প্রচার কর :
যুদ্ধের জন্য নিজেদের পবিত্র কর !
যত বীরকে জাগিয়ে তোল !
সকল যোদ্ধা এগিয়ে আসুক, বেরিয়ে পড়ুক !
১০ তোমাদের লাঙলের ফলা পিটিয়ে পিটিয়ে খড়্গা তৈরি কর,
তোমাদের কাস্তে ভেঙে বর্শা প্রস্তুত কর ;
দুর্বল মানুষও বলে উঠুক : আমি বীর !
১১ চারদিকের দেশগুলো, সকলে শীঘ্রই এসো,
সাহায্য দিতে এসো, সেখানে জড় হও !
প্রভু, তুমিও তোমার বীরের দল নামিয়ে আন !
১২ জাতি-বিজাতি জেগে উঠুক,
'প্রভুই বিচারকর্তা' নামে উপত্যকায় আসুক,
কারণ সেইখানে আমি
চারদিকের সকল দেশের বিচার করতে আসন নেব।
১৩ তোমরা কাস্তে চালাও, কারণ ফসল পেকেছে ;
এসো, আঙুরফল মাড়াই কর, কারণ মাড়াইখানা পূর্ণ হয়েছে,
মাড়াইকুণ্ড রসে উথলে উঠছে,
—তাদের অধর্ম এতই বিশাল !
১৪ নিষ্পত্তির উপত্যকায় ভিড়ের পর ভিড় উপস্থিত !
কারণ নিষ্পত্তির উপত্যকায় প্রভুর দিন সন্নিকট।
১৫ সূর্য ও চন্দ্র অন্ধকারময় হয়ে পড়ছে,
তারানক্ষত্রের বিভাও ম্লান হয়ে পড়ছে।
১৬ প্রভু সিয়োন থেকে গর্জনধ্বনি তুলছেন,
যেরুসালেম থেকে বজ্রকণ্ঠ শোনাচ্ছেন ;
আকাশ ও পৃথিবী কম্পিত হচ্ছে।
কিন্তু তাঁর আপন জনগণের জন্য প্রভু আশ্রয়স্থল,
ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য তিনি দৃঢ়দুর্গ।
১৭ তাতে তোমরা জানবে যে,
আমি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু,
আমি আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতে বসবাস করি।
তখন যেরুসালেম হয়ে উঠবে এক পবিত্রধাম,
কারণ ভিনদেশীরা তার মধ্য দিয়ে আর কখনও যাতায়াত করবে না।

ইস্রায়েলের ভাবী গৌরব

১৮ সেইদিন এমনটি ঘটবে যে,
পাহাড়পর্বত বেয়ে নতুন আঙুররস ঝরে পড়বে,
উপপর্বত বেয়ে দুধ প্রবাহিত হবে,
ও যুদার সকল খরস্রোত বেয়ে জল প্রবাহিত হবে।
প্রভুর গৃহ থেকে একটা ঝরনা নির্গত হবে,
তা সিত্তিম-উপত্যকা জলসিক্ত করবে।
১৯ যুদা-সন্তানদের প্রতি অত্যাচারের কারণে,
তাদের দেশে নির্দোষীর রক্তপাতের কারণে
মিশর উৎসন্নস্থান, ও এদোম মরুভূমি হবে;
২০ কিন্তু যুদা বসতির স্থান হয়ে থাকবে চিরকালের মত,
যেরুসালেমও যুগ যুগ ধরে।
২১ 'আমি তাদের রক্ত নির্দোষী বলে প্রতিপন্ন করি,
হ্যাঁ, তা নির্দোষী বলে প্রতিপন্ন করি!'
এবং প্রভু সিয়োনে বসবাস করবেন।